নবম শ্রেণির বইয়ে অন্তর্বাস বিক্রির কিউআর কোড

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৬ জুন ২০২৪, ১২:০০ এএম

নবম শ্রেণির ‘জীবন ও জীবিকা’ বইয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করা নিয়ে থাকা একটি অধ্যায়ে ছাপানো কিউআর কোড স্ক্যান করলেই চলে আসে অন্তর্বাস বিক্রির একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তীব্র সমালোচনার মুখে এনসিটিবি বলছে, যখন কিউআর কোডটি বসানো হয়েছিল, তখন ওই ওয়েবসাইটে খেলাধুলার বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যেত।

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান বলেন, এটা সব বইয়ে ছাপা হয়েছে। সরানোর উপায় নেই। শিক্ষকদের মাধ্যমে বইয়ের এ অংশ কোনোভাবে বিলুপ্ত করা যায় কিনা, তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বই ছাপানোর সময় দায়িত্বে থাকা এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলাম বলেন, যখন এটি বসানোর কাজ করি, তখন এ কোড স্ক্যান করলে খেলাধুলার সামগ্রীর ছবি আসত। হয়তো এখন এটা পরিবর্তন করেছে ওই প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, নতুন ক্যারিকুলামে নবম শ্রেণির ‘জীবন ও জীবিকা’ বইয়ের ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠায় ‘ধাপ-৬ : ব্যবসার ব্র্যান্ডিং,

মার্কেটিং বা বিপণন পরিকল্পনা’ অধ্যায়ে উদ্যোক্তা হিসেবে যাত্রার জন্য কীভাবে ব্যবসা শুরু করতে হবে, সেটি উল্লেখ করা হয়। এ পৃষ্ঠায় ‘চিত্র ২.১ : বিভিন্ন মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপনের নমুনা’র চিত্র তুলে ধরে, সেখানে স্টোরের একটি ছবি দেওয়া হয়। পাশাপাশি সেখানে ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল প্লাস প্রভৃতির লোগো দেওয়া হয়। এ লোগো এবং নিত্যদিন স্টোরের মাঝখানে একটি কিউআর কোড সংযুক্ত করা হয়, যা স্ক্যান করলে ঞৎঁপংং নামক একটি পর্তুগিজ নারীদের অন্তর্বাস বিক্রির ওয়েবসাইট আসে, যেখানে অন্তর্বাস পরা নারী মডেলদের বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে।

প্রসঙ্গত, জীবন ও জীবিকা বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন মো. মুরশীদ আকতার, মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন, হাসান তারেক খাঁন, মোহাম্মদ কবীর হোসেন, মো. সিফাতুল ইসলাম, মো. রুহুল আমিন, মো. তৌহিদুর রহমান, মো. মুস্তাফিজুর রহমান ও মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা। বইটির শিল্পনির্দেশনায় ছিলেন মঞ্জুর আহমদ, চিত্রণ সুবীর ম-ল।